

মাদারীপুর সংখ্যালঘু নির্যাতন কিসের আলামত!

তপন বাগচী

দৈনিক সমকালে ৪ মে ২০০৬ ‘সন্মুখসীদের খাবার নিচে মাদারীপুরে সংখ্যালঘুরা ৥ রাত জেগে পাহারা : নারীরা সদা আতঙ্কে’ নামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পরিস্থিতি প্রকাশিত খবরের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

প্রতিবেদনের পাশে ছবি ছিল একটি, তাতে দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টনমেন্টে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ এলাকার সাধারণ নাগরিকের মানববল্লবদন। সমকাল লিখেছে, ‘চাঁদাবাজি, ডাকাতি, ধর্ষণ, জুলুম-নির্যাতন, ছিনতাই, অপহরণ, অস্টেস্লর মহড়া এখন রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী গোপালগঞ্জ জেলার সংখ্যালঘু অধুষিত ৩০টি গ্রামের নিত্যসঙ্গী। এলাকায় কালা বাহিনী নামে পরিচিত ৩০-৪০ জনের একদল কালো পোশাক ও মুখোশধারী সশস্ত্র সন্মুখসী গ্রামের হাতে এসব গ্রামের ৫ লাখ হিন্দু নাগরিক জিঙ্কিম হয়ে পড়েছে। এই কালা বাহিনীকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার কেউ নেই। পুলিশও এখানে অসহায়।’ সংখ্যালঘু হওয়া কোনো দোষের বিষয় নয়। মুসলমান জনগোষ্ঠীর তুলনায় হিন্দুরা তো সংখ্যালঘু। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের হিসাবে। এখানে দোষ নেই। কিন্তু এটি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের গণিতের মানসিক সংকীর্ণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সংকট অনেক। কেবল সংখ্যায় কম বলে কেন একজন হিন্দুর ওপর আক্রমণ হবে? সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হয় কেন? এর উত্তর আমার জানা নেই। সমকালের প্রতিবেদনে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। আক্রমণকারীদের পরিচয় বলা হয়েছে যে তারা ডাকাত। অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা এখানে অভিযুক্ত নয়। সংখ্যা বিচারে সমাজে ডাকাতরাও সংখ্যালঘু। দ্বন্দ্ব এখানে সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যালঘু। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠরা ‘আছি, তারা কেন প্রতিকারের পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তার চেয়ে বড় কথা, জননিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের কাঁধে, তারা নীরব কেন?’

প্রতিবেদনে উল্লিখিত কদমবাড়ী ইউনিয়নের কদমবাড়ী এক সময় মানুষ ঘরের দরজা খোলা রেখেই ঘুমাত। এখন এসব ঘটনা অতীত হতে চলছে। এখন প্রতিরাতে ডাকাত আসে। তারা মুখোশ পরে। তাদের চেনা যায় না। রিপোর্টের ভাষ্যমতে, ‘৫ লাখ হিন্দু নাগরিক জিঙ্কিম হয়ে পড়েছে।’ ডাকাতদের তো যেখানে সুযোগ পাবে, সেখানেই ঢুকে পড়ার কথা। কিন্তু তারা শুধু বেছে বেছে হিন্দুবাড়িতে যাবে’ কেন? এটি কিসের আলামত? প্রশ্নটা এখানেই।

হিন্দু সম্প্রদায়ের এনজিওকর্মীর টাকা ছিনতাই ও রাতভর গণধর্ষণ, মা-মেয়েকে একত্রে সারারাত ধর্ষণ, গৃহবধূকে সারারাত ধর্ষণের মতো লোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে। কিন্তু দুর্গম এলাকার কারণে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারছে না বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার জানা মতে, মৃধাবাড়ী, কদমবাড়ী, ইকরাবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম মোটেও দুর্গম নয়। পুলিশের ভ্যান যাওয়ার মতো প্রশস্ত রাস্তাও রয়েছে। তাছাড়া পুলিশ দলবলসহ গিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার বিকল্প পদ্ধতিও অবলম্বন করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ডাকাতি হ'ছে, ধর্ষণ হ'ছে, পুলিশের সোর্স কি অপরাধীদের সফলকর্তব্য জোগাড় করতে পারছে না? আশার কথা এই যে, গত ২৯ এপ্রিল কদমবাড়ী বাজারে সর্বসন্ত্রনের জনগণের উপস্থিতিতে রাজের থানার ওসি আমজাদ হোসেন এবং এসআই আবু জাফর একটি 'অপরাধ দমন সভা' করে। এটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু তা লোক দেখানো র'টিন ডিউটি হলে তো সমস্যা কাটবে না। ২৩ এপ্রিল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক্সটারনাল এফেয়ার্স অফিসার গোবিন্দ বরের হরিনগর গ্রামের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এডিবির কর্মকর্তার বাড়িতে ডাকাতি হলে সাধারণ মানুষের বাড়ি কি আর বাকি থাকে? এর পরদিন ২৪ এপ্রিল পাশের গ্রাম আড়ুয়াকান্দির সুভাষ সেনকে ৫০ হাজার টাকাসহ অপহরণ করা হয়। আজো তার সল্লদান পাওয়া যায়নি। গ্রামের ভেতর থেকে কীভাবে অপহরণ করা হয় সেটাই তো রহস্যজনক। শহরে কাউকে লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর। কিন্তু গ্রামে তো তা সহজ নয়। আমরা কোন দেশে বাস করছি? থানার ওসি জানেন, এমপি জানেন, তারপরও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না কেন, এটি আমাদের ঐকান্তিক প্রশ্ন?

মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ জেলার এই ঘটনাগুলো যে নিছক ডাকাতি নয়, তা বোঝাই যাবে। কারণ, ডাকাতির পাশাপাশি ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। অপহরণ এবং মুক্তিপণের ঘটনাও রয়েছে। এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার গভীর কোনো ষড়যন্ত্র কি-না, তা ভেবে দেখা দরকার। এলাকার মানুষ এমনিতেই গরিব। ডাকাতরা সহায়-সম্মল নিয়ে গেলে তাদের দিনযাপনই কঠিন হয়ে পড়ে। সেখানে ঘরের বউ-মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের এই উদ্বেগ মোচনের পথ এখনই খুঁজতে হবে। এলাকায় কখনো ধানের শীষ আর নৌকার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় না। নৌকাই জেতে বিশাল ব্যবধানে। তাই ভোটারদের ভয় দেখানোর জন্য এই সম্প্রদায় নয়, তা সহজেই অনুমেয়। আওয়ামী লীগ-বিএনপির রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই সিরিজ ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে না বলেও ধরে নেওয়া যায়। তাহলে কি গভীর কোনো ষড়যন্ত্র?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টনমেন্টে মানববল্লদন হয়েছে, তেমনি মানববল্লদন হোক দেশজুড়ে। আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দুদের অবস্থা যে কী হবে, ভেবে আমরা এখনই আতঙ্কিত হ'ছি। একজন মাদারীপুরবাসী হিন্দুর বেদনা হিসেবে চিহ্নিত করলে অবশ্যই কণ্ঠ পাব। একজন সাধারণ পাঠকের প্রতিব্রেক্ষা হিসেবে দেখলেই সুবিচার হতে পারে।

আত্ৰক্ৰমণ হ'ে'ছ সংখ্যালঘুৰ ওপৰ। কিন্তু আত্ৰক্ৰমণকাৰীৰা সংখ্যাগুৰু" নয়। তাৰেৰ পৰিচয় ডাকাত
এবং ধৰ্ষক। এই ডাকাতৰেৰ মধে "হিন্দু" ডাকাত থাকাও বিচিত্ৰ নয়। ডাকাতেৰ ধৰ্ম ডাকাতি কৰা।
এখানে হিন্দু-মুসলিম বড় পৰিচয় কৰে দেখাৰ সুযোগ নেই। মানুৰ আত্ৰক্ৰান্ত্ৰ হ'ে'ছ অমানুৰেৰ হাতে।
আসুন র"খে দাঁড়াই।

লেখক : কবি ও সাংবাদিক